মানস বিকাশ।

১

...কেলি আজ কাল সমুদ্রের জলে,
...ার তরণী মম 'মানস বিকাশ';
... ভাগ্যে থাকে তবে কাটি ঊর্ম্মি দলে
...সবে, নতুবা ডুবে হইবে বিনাশ।

২

...থা সে যশো গিরি,—কবির আলয়,
...পনার কল্পতরু মুঞ্জরে যেখানে,?
...থা আমি? না ভাবিব সে সব বিষয়!—
...হ কি জোনাকী ফোটে প্রভাকর পানে?

কলিকাতা
প্রাচীন ভারত যন্ত্র।
...নং পটলডাঙ্গা বেণিয়াটোলা লেন।
১২৮০।
মূল্য।৵৹ আনা।

মানস বিকাশ।

১
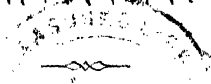
দিনু ফেলি আজ কাল সমুদ্রের জলে,
আশার তরণী মম 'মানস বিকাশ';
যদি ভাগ্যে থাকে তবে কাটি উর্ম্মি দলে
ভাসিবে, নতুবা ডুবে হইবে বিনাশ।

২

কোথা সে যশের গিরি,—কবির আলয়,
কল্পনার কল্পতরু মুঞ্জরে যেখানে, ?
কোথা আমি ? না ভাবিব সে সব বিষয়।—
চাহে কি জোনাকী ক্ষোভে প্রভাকর ...

কলিকাতা
প্রাচীন ভারত যন্ত্র।
২৫ নং পটলডাঙ্গা বেণিয়াটোলা লেন।
১২৮০

মূল্য ।৵০ আনা।

মানস বিকাশ।

মৃত্যু শয্যা।

১

ঘোরতম অমানিশা—তামসবসনা—
নীরবে শাসিছে ধরা স্তব্ধ দিক্ চয়,
স্বভাবের শুভ্র দীপ—কুমুদ-বাসনা—
নিবিড় আঁধার কূপ করেছে আশ্রয়।

২

নাহি শোভে তারা বৃন্দ আকাশ অম্বরে,
নাহি বহে মৃদু মৃদু নৈশ সমীরণ,
নিঃশব্দে বিহঙ্গ কুল শাখার উপরে
জড় সড় হয়ে নিশা করিছে যাপন।

৩

ভাদ্র মাস! কাল মেঘ ছুটিছে আকাশে,
ভয়ঙ্কর নাদে যেন কাঁপায়ে মেদিনী,
মাঝে মাঝে আলো করি রূপের আভাসে,
খেলিতেছে সৌদামিনী—তমো-বিলাসিনী।

৪

জলধর জল ধারা করিছে বর্ষণ
ভাসায়ে বসুধা দেহ সলিল প্লাবনে,
সুরম্য আবাসে ধনী করেছে শয়ন,
দরিদ্র কাঁপিছে শীতে বসন বিহনে।

৫

দেখ চেয়ে জাহ্নবীর আকৃতি ভীষণ—
অগাধ অজেয় যেন অকূল পাথার।
কল কল রবে স্রোত বহিছে কেমন!
কেমন খেলিছে ঢেউ উরসে তাহার।

৬

কেমন ধবল-চূড় তরঙ্গ নিচয়
নাচিয়া নাচিয়া, মরি, উঠে নভোদেশে!
কিন্তু উচ্চ হলে হয় পতন নিশ্চয়,
শিখাইতে অধোগামী হইছে নিমেষে!

৭

চারি দিকে পথ ঘাট, কানন, প্রান্তর
পরিপূর্ণ এক বারে বরিষার জলে,
কেবল উন্নত এক ভূভাগ উপর
ভগ্ন কায় ক্ষুদ্র গৃহ বেষ্টিত সলিলে।

৮

রজনীর আগমনে নীরব ধরণী,
স্থগিত জীবন স্রোত নিদ্রার প্রভাবে,
কেবল কুটীরে এক দুঃখিনী রমণী
মৃত্যুর শয্যায় শুয়ে রয়েছে নীরবে।

৯

নিষ্প্রভ নয়ন ;—হায়, নিষ্প্রভ যেমন
যামিনীভূষণ তারা উষার বিকাশে !
বিবর্ণ হয়েছে বর্ণ;—নাহি বহুক্ষণ
ছিন্ন করিবারে এই মোহ মায়া পাশে !

১০

একটী প্রদীপ মাত্র জ্বলিছে কুটীরে
নিবো নিবো,—রমণীর জীবন যেমন,
এখনি উভয় দীপ নিবি একবারে
গভীর আঁধারে সবে করিবে মগন।

১১

নীরবে, শোকের নীরে ভাসায়ে বদন
একটী মোহিনী মূর্ত্তি বালিকা বসিয়া,
রোগীর হৃদয়ে শির করিয়া স্থাপন
নিবারিছে শোকানল কাঁদিয়া কাঁদিয়া !

১২

রে শান্তিকুসুমকীট, শোক দুরাচার!
বল দেখি একি তোর বিপরীত রীতি?
বধিতে পারিস যদি সমস্ত সংসার,
কি ফল প্রকাশি বল অবলার প্রতি?

১৩

ক্ষতি নাই, যদি তুই করিস গমন
ধন ধান্য লোক জন পূর্ণ পরিবারে,
ক্ষতি নাই যদি তুই করিস্ পেষণ
মদ মত্ত, অহঙ্কারী, দুরাচার নরে।

১৪

কিন্তু যে সরলা আহা সদা শুদ্ধমতি,
বিমল স্ফটিক সম যাহার হৃদয়,
যে জন জানেনা পাপ সংসারের গতি,
কেমনে তাহারে শেলে বিঁধিস নির্দ্দয়?

১৫

দেখ চেয়ে!
সুকুমারী হেমাঙ্গিনী লতিকা যেমন
অরণ্যে রবির করে যায় শুকাইয়া,
হায় এই নিরমল বালিকা তেমন
দুরন্ত শোকের তাপে পড়েছে ঢুলিয়া!

১৬

যে নয়ন দু'টী হায় হাসিত নিয়ত,—
শরৎ সুধাংশু যথা আকাশ মণ্ডলে,
আজ তাহা বরষিছে অশ্রু অবিরত
নীরবে, রোগীর, হায়, হৃদয় কমলে!

১৭

সহসা হৃদয়ভেদী হইল চীৎকার;
"মা আমারে ফেলে তুমি চলিলে কোথায়,
আর কি কখন দেখা পাবনা তোমার?
জনমের মত কিগো ত্যজিলে আমায়?"

১৮

"হায়! আমি কি করিব যাইব কোথায়,
কে আছে আমার বল এ বিশ্ব সংসারে?
কার হাতে সমর্পণ করিলে আমায়?
কে আর দেখিবে তব দুঃখিনী কন্যারে?"

১৯

আবার (সহসা যেন জাগ্রত হইয়া)
মিলিলা নয়ন মাতা শান্ততর ভাবে,
সাদরে কন্যার কর হৃদয়ে স্থাপিয়া,
গুটী কত অশ্রু বিন্দু ত্যজিলা নীরবে।

২০

নির্ব্বাণ উন্মুখ দীপ সহসা যেমন
উজ্জ্বল আলোতে জ্বলে নিশা অবসানে,
সেইরূপ রমণীর জ্ঞান, বুদ্ধি, মন
উজলে একদা পুনঃ মৃত্যু আগমনে।

২১

"কেঁদ না, সরলে, বাছা ! কেঁদ না এখন,
কি হইবে বৃথা আর রোদন করিলে ?"
এই বলি সরলার লইয়া বসন
মুছাইলা অশ্রু ধারা নয়ন যুগলে !

২২

"দেখ মা ! আমার তুমি একটী রতন,
দুঃখের সাগরে হায় সুখের ভাণ্ডার,
না হেরিলে তব মুখ ক্ষণেক কারণ
শূন্য ময় বোধ হয় এ ভব সংসার !"

২৩

"মা বিনা মায়ের মায়া কে বুঝিতে পারে ?
বুঝিবে যখন তুমি হবে পুত্রবতী"—
অমনি বহিল হায় অবিরল ধারে
শোকাশ্রু নয়ন দিয়া ! নীরবিলা সতী।

২৪

"গুটী কত কথা বাছা বলিব তোমায়
চরম কালের দেয় ইহাই আমার,
মনে যেন থাকে ইহা সকল সময়,—
তা হলে হবে না ক্লেশ জীবনে তোমার।"

২৫

"ছিলাম, সরলে, আমি ধনাঢ্যের মেয়ে
কিছুরি অভাব, মম, ছিল না জীবনে,
ধনবান্ উপযুক্ত সুপাত্র আনিয়ে
বাঁধিলেন দোঁহে পিতা উদ্বাহ বন্ধনে।"

২৬

"ছিলাম পরম সুখে দু'চারি বৎসর,—
কিন্তু কার চির দিন যায় এক ভাবে?
কে জানে, যে জন আজ রাজ রাজেশ্বর
নিশা অবসানে তার কি দুর্দ্দশা হবে?"

২৭

"সহসা দুরন্ত কাল নিষ্ঠুর নির্দ্দয়
তোমার পিতারে আসি করিল হরণ,
সঙ্গে সঙ্গে সুখ যেন লইয়া বিদায়
দুঃখিনীরে দুঃখনীরে করিল মগন!"

২৮

"সম্পদের সখা যত আত্মীয় বান্ধব
একে একে অদর্শন হইলেন সবে,
ভাঙ্গিল কপাল! হায়, শুকাইল সব
আশার কনক লতা কালের প্রভাবে!"

২৯

"রেখ মনে, মা আমার, সকল সময়,—
সংসারের সুখ যত স্বপ্নের মতন,
সকলেই একে একে লইবে বিদায়
কেবল ঈশ্বর সঙ্গী অনন্ত জীবন।"

৩০

"পাপে, তাপে, শোকে, দুঃখে, মনের বেদন
পতিতপাবন পদে কহিও কাতরে,
অনন্ত করুণা তাঁর;-তিনি কি কখন
অসময়ে যাইবেন পরিত্যাগ করে?"

৩১

"দেখো মা! এখন তব সরল অন্তর,
দেখ নাই, শুন নাই সংসারের গতি,
জাননা লোকের মনে জাগে নিরন্তর
কত পাপ অভিসন্ধি, কত দুষ্ট মতি।"

৩২

"একাকিনী অনাথিনী তোমারে হেরিয়া
কত দুষ্ট লোক কত করিবে ছলনা,
দেখো যেন তাহাদের কথায় ভুলিয়া
অধর্ম্মের পথে বাছা কখন টলোনা।

৩৩

"সতীত্ব, সরলে, জেন অমূল্য রতন,
নাহি কিছু এর সম এ বিশ্ব সংসারে,
মণি, মুক্তা, হেম, হীরা, অপূর্ব্ব বসন,
কভু মূল্যে সমতুল্য না হইতে পারে।"

৩৪

"যদি ও আনিয়া কেহ রাজার ভাণ্ডার
রাখে তব পদতলে বিনতি বচনে,
যদি কেহ দুঃখ ভার হরিয়ে তোমার
বসাইতে চায় উচ্চ স্বর্ণ সিংহাসনে।"

৩৫

"তথাপি ছেড় না এই অমূল্য রতন
চির দিন হৃদে ধরি রাখিও যতনে,
যে নারী দিয়াছে এই ধনে বিসর্জ্জন
কুল কলঙ্কিনী তারে বলে সর্ব্বজনে।"

৩৬

"ইহ লোকে সুখ তার না হয় কখন,
মনাগুণে চিরদিন করে হাহাকার,
পরলোকে কষ্ট তার অদৃষ্ট লিখন,
নিজ দোষে চারি দিক্ দেখে অন্ধকার।"

৩৭

"প্রাণাধিক প্রিয়তর, কি আছে সংসারে?
সে প্রাণে, যদ্যপি হয় দিতে বিসর্জ্জন
রক্ষিতে সতীত্ব ধনে, দিও অকাতরে;
সতীত্বই অবলার অমূল্য ভূষণ।"

৩৮

"মনোমত বর বাছা করিয়ে মনন
প্রাণ মন সমর্পণ করো তাঁর করে,
সদাচারে মিষ্টালাপে তুষো তাঁর মন,
অকারণে ব্যথা তাঁর দিওনা অন্তরে।"

৩৯

"যদি তিনি তব প্রতি করেন কখন
অনুচিত ব্যবহার, ধৈর্য্যের সহিত
সে সব অন্যায় তাঁর করিবে বহন;—
রমণীর রাগ করা না হয় উচিত।

৪০

"আর শুন!
'দুঃখিনীর মেয়ে তুমি সরলে আমার',—
এ কথাটী চির দিন থাকে যেন মনে,
বৃথা বেশ ভূষা নিয়ে কি কাজ তোমার?
কি কাজ দুঃখিনী হয়ে সুখের জীবনে?"

৪১

"বিধির প্রসাদে যদি কখন তোমার
এ দুঃখ সর্ব্বরী, হায়, হয় অবসান,
ভোগের বিভ্রমে যেন ভুলো না আবার,
করো না কোমল মন পাষাণ সমান।"

৪২

"যে রমণী পরদুঃখে হয় না কাতর,
পরের শোকেতে যার না ঝরে নয়ন,
কে আছে তাহার সম কঠিন অন্তর?
অকারণে ধরা ধামে ধরে সে জীবন।"

৪৩

"সরলে!
আর কি বলিব বাছা তোমারে এখন,
ক্রমশঃ অবশ যেন হতেছে শরীর,
শুকায়েছে তালু, মুখে না সরে বচন,
হুতাশেতে প্রাণ যেন করিছে অস্থির।"

৪৪

"এস মা!
দুঃখিনী মায়ের বুকে এস একবার,
জুড়াই জীবন"—কথা আর না সরিল,
প্রসারিত বাহুদ্বয় ভাঙ্গি সরলার
কোমল ক্রোড়েতে, আহা, পড়িয়া রহিল!

৪৫

মুদিত নয়ন! ওষ্ঠ ঈষৎ নড়িছে,
মাঝে মাঝে এই কথা যেন শুনা যায়—
'জগদীশ'—'পদাশ্রয়'—'সময়'—'হয়েছে,
'সরলারে'—'যাই, 'রেখো' 'চরণ ছায়ায়'—

৪৬

"ওমা!
সহসা কেন গো তুমি এমন হইলে?"
সরলা করুণ স্বরে উঠিল কাঁদিয়া,
"দুঃখিনীরে একাকিনী এ সংসারে ফেলে
এত শীঘ্র কোথা তুমি গেলে গো চলিয়া?"

৪৭

"এই ত পসারি বাহু চাহিলে লইতে
দুঃখিনী মেয়েরে তব সুশীতল কোলে,
কি ভাবিয়া মনে বল দেখিতে দেখিতে
একবারে মায়াপাশ 'দুখণ্ড করিলে!"

৪৮

"আর কি তোমার কভু পাব না দর্শন?
আর কি তোমার কথা পাবনা শুনিতে?
একবার মা আমার মেল গো নয়ন!
একবার কও কথা, যেমন কহিতে!"

৪৯

পাঠক!
দেখ চেয়ে শুদ্ধমতি সরলার দশা,
সোণার প্রতিমা যেন পড়েছে গলিয়া,
ফুরায়েছে জীবনের সুখের প্রত্যাশা,
অস্থির, আ মরি! ভাবী অবস্থা ভাবিয়া!

৫০

কোথা সে কোমল কান্তি সহাস্য বদন?
কোথা সে বালিকাভাব সরলতাময়?
দেখ চেয়ে! অশ্রুনীরে তিতিছে বসন!
হায় রে! বালিকা প্রাণে এ জ্বালা কি সয়!

৫১

চল যাই, কায নাই এ দৃশ্য হেরিয়া,
কে হেরিবে সরলার অশ্রু বিসর্জ্জন?
কে চায় শুনিতে, হায়, সুস্থির হইয়া
অনাথিনী বালিকার করুণ ক্রন্দন!

কাল।

১

অনন্ত, অজেয়, কালের তরঙ্গ,
চলে সদা যেন উন্মত্ত মাতঙ্গ,
কোন্ বীর রণে নাহি দেয় ভঙ্গ
ধরণী তলে ?
এক মাত্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ আসিয়া,
শত শত দেশ ফেলে গরাসিয়া,
সহস্র ভূধর ফেলে উপাড়িয়া,
জলধি জলে,
যেখানে ভূধর, সেখানে সাগর,
যেখানে সাগর, সেখানে ভূধর, করিছে হেলে।

২

যেমন শিশুরা হাসিয়া হাসিয়া,
মাটির পুতুলী স্বকরে গড়িয়া,
বসন ভূষণে সবে সাজাইয়া,
ভাঙ্গিয়া ফেলে ;
সেই রূপ কাল নিয়ত নিয়ত,
গড়িছে ভাঙ্গিছে নিমেষেতে কত,
আপন মনের অভিরুচি মত
অবনীতলে ;
মহোচ্চ ভূধর, গভীর জলধি,
কাঁপে থর থর, পূজে নিরবধি, পদ যুগলে।

✓ ৩

তৃণ পত্র যথা সাগর সলিলে,
স্রোত রজ্জু ধরে ভেসে যায় চলে,
নাহি সাধ্য কার যায় প্রতিকূলে
আপন বলে;
তেমতি ভূচর খেচরাদি যত,
কাল-স্রোত মাঝে ভাসিছে নিয়ত,
দাস যথা হয়ে প্রভু অনুগত,
সতত চলে;
যা বলে তা করে, যায় যথা যায়,
এ জীবন ধরে, তাহারি কৃপায়, পৃথিবী তলে।

✓ ৪

কে কবে দেখেছে কালের সৃজন,
কেই বা দেখিবে ইহার নিধন?
সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও যেমন,
এখন তাই;
প্রথমে হাসিয়া দিনেশ যখন,
গগন প্রাঙ্গণে দিল দরশন,
বিদ্যুৎ আকৃতি ধাইল কিরণ,
আঁধার পাই;
কত আগে তার মহাশূন্য দেশে,
কালের বিহার, মহাকাল বেশে, সকল ঠাঁই।

৫

সহসা যখন বিধির আদেশে,
সুধাংশু কিরণ শোভি নভোদেশে,
রজত ছটায় ধাইল হরষে,
ভুবন ময়;
নর, নারী, কীট, পতঙ্গ সহিত,
বসুন্ধরা যবে হইল সৃজিত,
গ্রহ, উপগ্রহে হয়ে সুশোভিত
হ'ল উদয়;
তখন ত কাল, প্রচণ্ড শাসনে,
রাখিত সকলে, আপন অধীনে, সব সময়।

৬

দুরন্ত দংশন কাল রে তোমার,
তব হাতে কারো নাহিক নিস্তার,
ছোট বড় তুমি করনা বিচার,
বধ সকলে;
রাজেন্দ্র মুকুট করিয়া হরণ,
দুঃখ নীরে তারে কর নিমগন,
পদ যুগে পরে কররে দলন,
আপন বলে;
সুখের আগারে, বিষাদ আনিয়া,
কত শত নরে, যাও ভাসাইয়া, নয়ন জলে!

৭

বল গো বল গো ভারত সুন্দরি,
কে নিল তোমার অলঙ্কার হরি,
কেমনে তোমার সেরূপ মাধুরী,
এমন হল ;
সেই হিম গিরি ভারত উত্তরে,
অভ্র ভেদ করি শোভিছে গম্ভীরে,
সেই ভাগীরথী ঢালিছে সাগরে
বিমল জল ;
তবে কেন আজ বিষণ্ণ বদনে,
ঝরিতেছে ধারা, যুগল নয়নে, বল গো বল !

৮

তুমি রাজরাণী রাজেন্দ্র জননী,
জগৎ লোচন আনন্দ দায়িনী,
তুমি যে কখন হবে কাঙ্গালিনী,
ভাবি নি মনে,
তব ধনাগার অতুল ভূতলে,
পূর্ণ হেম হীরা মণি মুক্তা দলে,
সে সব বিভব কেমনে হারালে,
চারুবদনে ?
সুখ তারা সবে, গভীর আঁধারে,
ডুবিয়াছে এবে, অন্ধকার করে, হৃদি-গগনে !

৯

উঠ কালি দাস,—ভারত ভূষণ,
কবিতা-গগণে সুধাংশু শোভন—
কত দিন রবে ঘুমে অচেতন,
মায়েরে ভুলে;
স্বর্ণ বীণা করে ধরি সযতনে'
সঙ্গীত লহরী উঠাও সুতানে,
জুড়াও জননী তাপিত পরাণে,
মধুর বোলে;
শুনিলে তোমার অমিয় বচন,
জননী আবার হবেন মগন, সুখ সলিলে।

১০

উঠ রাম চন্দ্র, রঘুকুল ধন,
ভারতের তুমি অমূল্য রতন,
বীরেন্দ্র কখন করে কি শয়ন,
সমর কালে?
ত্রেতা যুগে যথা ভীম শরাসন,
ভীম বাম ভুজে করিয়া ধারণ,
সবংশে নাশিলে দুষ্ট দশানন,
বীরত্ব বলে;
তেমতি সংহার, পাপ নিশাচরে,
ভাসাও না আর ভারত মাতারে, নয়ন জলে

১১

উঠ সীতা দেবি, উঠ উঠ সতি,—
সংসার-কানন-সুবর্ণ ব্রততী,—
উঠ সুবদনে উঠ দয়াবতি,
উঠ এখন ;
ভাগ্যবতী তুমি রাজেন্দ্র গৃহিণী,
শোকাকুলা তব জননী, দুঃখিনী
তোষ, কয়ে দুটী মধুমাখা বাণী,
মায়ের মন ;
মূর্ত্তিমতী তুমি, করুণা সুন্দরী,
কহিতেছি আমি, শ্রীচরণ ধরি, রাখ বচন।

১২

ভারতের আর নাহিক সে দিন,
সুখ তারা তার হয়েছে বিলীন,
যেমন বিধবা ভূষণ বিহীন,
তেমনি হেরি ;
নয়ন আসারে দিবস যামিনী,
ভাসিছে, হায় রে, সুচারু হাসিনী
কত দিনে, মরি, পোহাবে না জানি,
এ বিভাবরী ;
আশার আলোক, আছিল যাহারা,
ত্যজিয়া ভূ-লোক, গিয়াছে তাহারা, সতীরে ছাড়ি।

১৩

ধর ধৈর্য্য ধর ভারত সুন্দরি!
অবশ্য পোহাবে এ দুঃখ সর্ব্বরী,
সুখ সূর্য্য মুখ অবিলম্বে হেরি,
শীতল হইবে;
নব সূর্য্য রূপে শোভিবে আবার,
শত বীর পুত্র অঙ্কেতে তোমার,
শত কবি আসি গাইয়া আবার,
মোহিবে সবে;
কাল দুরাচার, যে সব রতন,
সুন্দরি, তোমার, করেছে হরণ, ফিরিয়ে পাবে।

১৪

চল গো কল্পনে! বিশ্ব বিমোহিনী,
থাকুক ক্ষণেক ভারত দুঃখিনী,
চল সঙ্গে মোর রঙ্গে বিনোদিনী,
মিশর দেশে;
ঘুরি ফিরি, দেবি! সহিত তোমার,
দেখিব কালের বিষম বিহার,
বর্ষিব নয়ন-অশ্রু অনিবার,
বিরলে বসে;
বিধাতার, মরি, এ সুখ সংসার,
ছার খার করি, কাল দুরাচার, হাসে হরষে।

১৫

ওই যে অদূরে শোভিছে গম্ভীরে,
শৈলেশ্বর যথা ভারত উত্তরে,
'পিরাামিড্', যার মহোচ্চ শিখরে
চপলা খেলে ;
যে রাজেন্দ্র করি বহুল যতন,
নির্ম্মিলা ইহারে প্রকাণ্ড এমন,
কোন চিহ্ন তাঁর দেহের এখন,
নাহিক মিলে ;
কিন্তু কীর্ত্তি তাঁর কালেরে লাঞ্ছিয়ে,
বীর দর্প ভরে, রয়েছে দাঁড়ায়ে, অবনীতলে।

১৬

কত ঝঞ্ঝা ছাড়ি ভীষণ হুঙ্কার,
বহিল সময়ে মস্তকে উহার,
কত জলধর বর্ষিল আসার,
মুষল ধারে ;
কত ভূকম্পন হইয়া উত্থিত,
করিল উহারে সঘনে কম্পিত,
তথাপি উহার শির সমুন্নত,
ধরণী 'পরে ;
সহস্র বৎসর, অতুল বিক্রমে,
যুঝি নিরন্তর, কালের সংগ্রামে, শরীর ধরে।

১৭

কিন্তু চির দিন রবে না উহার,
এ উন্নত শির, বল, অহঙ্কার,
অচিরে কালের দুরন্ত কুঠার,
নাশিবে, ওরে;
অভ্রভেদী চূড়া যাবে গুঁড়া হয়ে,
ইষ্টক সকল পড়িবে খসিয়ে,
শত খণ্ড হয়ে রহিবে পড়িয়ে,
ধরণী 'পরে।
যে ধূলি হইতে, পাইল আকার,
যাইবে তাহাতে, মিশাবে আবার, দু'দিন পরে।

১৮

থাকুক মিশর। চল গো কল্পনে,
জলধি বেষ্টিত গ্রীসের ভবনে,
চল গো সুন্দরি! প্রফুল্ল বদনে
স্বগৃহে চল!
কিন্তু কেন তব সুখদ কানন,
নিরানন্দ বেশ করেছে ধারণ?
কে হরিল এর চারু আভরণ,
বল গো বল?
একি সেই তব, নন্দন কানন,
যাহার সৌরভ মোহিছে এখন, সুসভ্য দল।

১৯

হয় কি স্মরণ, সুচারুলোচনে,
এই খানে তুমি সহাস্য বদনে,
কত মনোহর কুসুম রতনে
গেঁথেছ হার ;
কভু পশি, হাসি, কমল কাননে,
আলো করি দিক্ রূপের কিরণে,
বসেছ কমল কোমল আসনে,
আনন্দে ভোর ;
কোথা সে কানন ? কোথা সে সরসী ?
আছে কি রতন, তেমন, রূপসি ! কোথাও আর ?

২০

আর কি তোমার নগরে নগরে,
কও গ্রীস ! ধরি স্বর্ণ বীণা করে
গায়' অন্ধ কবি' সুমধুর স্বরে,
মোহিয়া মন ?
'পেরিস' কর্ত্তৃক 'হেলেন' হরণ,
'ইউলিসিসের' বিদেশ ভ্রমণ,
আর কি কেহই গায় গো এখন,
তেমন গান !
কেমনে সুন্দরি ! এমন রতন,
ভূত কাল নীরে, দিয়া বিসর্জ্জন, ধরিছ প্রাণ !

২১

আর কি তুলিকা ধরিয়া যতনে,
আঁকে চিত্রকর পট আস্তরণে,
নয়ন রঞ্জিনী স্বর্গীয় ললনে,
রূপের সার!
আর কি তোমার প্রধান নগরে,
প্রাসাদ শিখর শোভে থরে থরে,
আর কি তাহার অপরূপ হেরে,
বাখানে নর ;—
কেঁদোনা সুন্দরি! অবশ্য তোমার,
এ দুঃখ সর্ব্বরী, পোহাবে, আবার, ধৈরয ধর!

২২

যখন পারস্য অসংখ্য সেনানী,
পদ চাপ ভরে কাঁপায়ে মেদিনী,
গরজে গগণে জীমূত যেমনি,
গর্জ্জিয়া এল ;
কোথা সে এখন, যে বীর তখন,
বীর দর্পে কটী করিয়া বন্ধন,
দেশ রক্ষা হেতু ত্যজিতে জীবন,
ধাইয়া গেল,
না চাহিল ফিরি, দারা পুত্র পানে,
চলে যথা করী, গহন বিপীনে, বীর চলিল।

২৩

যেমন উন্মত্ত সাগর সলিলে,
ক্ষুদ্র কায়া এক তরণী পড়িলে,
ভীষণ আকৃতি তরঙ্গ সকলে,
আক্রমে তায় ;
বেড়িল হুঙ্কারি শত প্রসরণে,
পারস্য সেনানী বীর পুত্রগণে,
ডুবাইয়া যেন অস্ত্রের বর্ষণে,
তাদের কায় ;
শুইল সকলে, যুঝিতে যুঝিতে,
হায় ! দলে দলে, সমর ভূমিতে, বীর শয্যায়।

২৪

আর কি তোমার জাতীয় উদ্যানে,
এ হেন প্রসূন ফোটে লো ললনে ?
আর কি গ্রীসের জননী, সন্তানে
সাদরে বলে ?—
"এই লও বাছা তীক্ষ্ণ তরবারি,
খণ্ড খণ্ড করি কাট গিয়া অরি,
দেখ যেন এরে পরিত্যাগ করি,
এস না চলে,
যায় যাবে প্রাণ, সম্মুখ সমরে,
তবু মোর মান, রাখিও বাছারে, পৃথিবীতলে।"

২৫

কোথা তোর গতি নাই ওরে কাল ?
কোথা না ফেলিস্ তুই তোর জাল ?
তুইরে কেবল জীবের জঞ্জাল,
জগত মাঝে ;
কারে উঠাইয়া সুখের শিখরে,
ফেলে দিস পরে দুঃখের সাগরে,
এক টুকু দয়া হয় না অন্তরে,
এমন কাজে ;
যে জন অনন্ত, অজেয় জগতে,
এ হেন দুরন্ত, বিষম কাযেতে, তারে কি সাজে ?

২৬

নহে বহু দিন দেখ রে ভাবিয়া,
ঘুমন্ত দুইটী বাঘ * জাগাইয়া,
কি কাজ তুই রে করিলি বসিয়া,
খেলার ছলে ;
ছিল ইউরোপ শান্তির সাগরে,
ঘোর যুদ্ধানল জ্বালিলি অন্তরে,
অশান্তি আনিলি কত পরিবারে,
হায় ! অকালে,
নগর উদ্যান, সুরম্য ভবন,
সব হল যেন, শ্মশান সমান, সমরানলে।

* ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী ও জর্ম্মণদিগের মধ্যে যে ঘোর যুদ্ধ হয়।

২৭

দল বল সহ আইলা সমরে,
ফরাসী সম্রাট বীর দর্প ভরে,
জর্ম্মণি কটক স্রোতের আকারে,
পড়িল আসি ;
ঘন ঘন নাদে কাঁপায়ে মেদিনী,
উঠিল গগনে কামানের ধ্বনি,
পর্ব্বত আকারে পড়িল অমনি,
শবের রাশি ;
বহিল চৌদিকে, অগণন ধারে,
নদী অভিমুখে, কল কল স্বরে, রুধির মিশি।

২৮

দেখিতে দেখিতে, হায় রে, তখনি,
ছিন্ন ভিন্ন হল ফরাসী সেনানী,
জয় তোপ ধ্বনি হইল অমনি,
জর্ম্মণি দলে ;
প্রুসীয় রাজের সম্মুখে আসিয়া,
স্বীয় তরবারি দিলেন রাখিয়া
ফ্রান্স মহীপাল ভাসিয়া ভাসিয়া;
নয়ন জলে ;
মন দুঃখ ভরে, বীরেন্দ্র কেশরী,
কিছুদিন পরে জীবন সম্বরি, গেলেন চলে।

২৯

করিলি বিধবা রাজেন্দ্র রাণীরে,
ভাসাইলি তাঁরে অকূল পাথারে,
দেশ ত্যাগী পরে করালি তাঁহারে,
রে দুরাচার !
আছে কি জগতে পাষাণ হৃদয়
তোর সম আর বলরে নিদয় ?
তোর কাছে দেখি কিছুর ই, হায় !
নাহি বিচার ;
একে একে, আহা ! করিবি হরণ,
এ বিশ্বের যাহা, নয়ন রঞ্জন, মানসহর।

৩০

আয় তুই, তোরে নাহি করি ভয়,
আর কি করিবি তুই রে আমায় ?
না হয় যাইব লইয়ে বিদায়,
পৃথিবী হতে ;
যত কষ্ট তুই দিস্ রে জীবনে,
সহিব সকলি অম্লান বদনে,
নাহি আর ভয় দেহের পতনে,
শমন হাতে ;
এসেছি একেলা, এ ভব মণ্ডলে,
যবে হবে বেলা, যাইব রে চলে, কি ভয় এতে ?

৩১

কিন্তু রে আমার মানস উদ্যানে,
যে সব কুসুম ফোটেরে যতনে,
সে সব প্রাণের অমূল্য রতনে,
রাখিস্ ভাল ;

যেন এ দেহেতে জীবন থাকিতে,
বিষণ্ণ তাদের না হয় দেখিতে,
যেন রে তাহারা মনের সুখেতে,
কাটায় কাল ;—

কি কাজ সে সবে, ওরে দুরাচার.
শীঘ্র শীঘ্র তবে, কাটরে আমার, বিষয় জাল।

প্রেম প্রতিমা।

১

কে গো তুমি ওই ক্ষুদ্র কুটীরের দ্বারে
(বাসন্তী পূর্ণিমা যেন) রয়েছ বসিয়ে ?
কেন এ হৃদয় আজ আনন্দ সাগরে
ডুবিল, সহসা, হায়, তোমারে হেরিয়ে ?

২

দাঁড়াও রূপসি! আজি এ হৃদয় পটে
ও মনোমোহিনী মূর্ত্তি আঁকিব হরষে,
স্থির ভাবে, হে সুন্দরি, দাঁড়াও নিকটে,
রজত সুধাংশু যথা শারদ আকাশে।

৩

দেখিব তোমার রূপ তন্ন তন্ন করে,
ফেলিব প্রতিভা তার হৃদয় দর্পণে ;
সূক্ষ্মতম তুলি ধরি আঁকিব তোমারে,
নয়ন, অধর, ওষ্ঠ, রঞ্জিব রঞ্জনে।

৪

কিন্তু একি?
একবার তব পানে চাহিয়া, আমার
ঝলসি নয়ন দ্বয় গেল কি কারণে?
বুঝিয়াছি নাহি মূর্খ মোর সম আর,—
কে পারে চাহিতে কবে সৌদামিনী পানে।

৪

কি বলিয়া সম্বোধিব তোমারে, সুন্দরি!—
সুবর্ণ প্রতিমে? ছিছি কাঞ্চন কখন
প্রকাশিতে পারিবে কি ও রূপ মাধুরী,
নিমেষে উজলে যাহা এ তিন ভুবন?

৫

আহা! কি রূপের রাশি পড়েছে ছড়িয়ে!
কি মধুর হাব ভাব! কি শান্ত নয়ন!
কি হাসি!—চপলা যেন বেড়ায় খেলিয়ে—
কি আনন্দ রসে পূর্ণ ও বিধু বদন!

৬

দেখ চেয়ে!
যেখানে রেখেছ তুমি ও দুটী চরণ
ফুটেছে সেখানে যুগ স্বর্ণ শতদল!
তোমার রূপের কান্তি—কনক কিরণ,
করিয়াছে দশ দিক্ কেমন উজ্জ্বল!

৭

দেখে নাই চক্ষু কভু এহেন মাধুরী,—
সুবর্ণ আলোক পুঞ্জ সংসার আঁধারে,
ভাগ্যবান্ সে প্রদেশ, যথায় সুন্দরি,
নিয়ত বসতি তুমি কর গো আদরে!

৮

ফোটে কি এ হেন ফুল পার্থিব কাননে?—
পাপ, তাপ, শোক, দুঃখ কীটের আবাস,
হাসে কি এহেন বিধু সংসার গগনে?
সাগরে এহেন মুক্তা হয় কি বিকাশ?

৯

"কে তুমি, হে সুরবালে, কহ তা আমারে?"—
অমনি অমৃত মাখা মধুর বচনে
উত্তরিলা দেবী,—"প্রেম"—শ্রবণ কুহরে
ভাসাইয়া যেন, হায়, অমৃত বর্ষণে!

১০

এই বলি দেবী অনন্ত আকাশে
মিশাইয়া গেলা, হায় রে, নিমেষে,
আমি মুগ্ধ হয়ে রহিলাম বসে
ধরণী তলে;
কত বার চাহি সে আকাশ পানে,
যোড় করি কর, মুদিত নয়নে,
ডাকিলাম তাঁরে, ভাসায়ে বসনে
নয়ন জলে;
আর দেবী, হায়, না দিলা দর্শন,
প্রেম নীরে আমি ডুবাইয়া মন,
বসিলাম সুখে পূজিতে তখন,
পদকমলে।

দেবীর স্তব।

১১

জয় জয় দেবি জগত মোহিনি,
পাপ নিশাচর বিনাশকারিণী,
শোক, তাপ, মোহ তমস নাশিনী,

জয় বরদে!
জয় সুলোচনে! জয় সুবচনি!
মনুষ্য-মানস-বিষাদ হারিণী,
জয় দেবী নিত্য আনন্দদায়িনি!

জয় সুখদে!

১২

এ বিশ্ব সংসারে হেন শক্তি কার,
তোমার মহিমা করিবে প্রচার?
তুমি গো জীবের জীবন আধার,
এ মহীতলে!
ফিরাই যে দিকে যুগল নয়ন,
নিরখি তোমার সুধাংশু বদন,
দৃঢ় পাশে তুমি করেছ বন্ধন
জীব সকলে!

১৩

আইলে বসন্ত বিজন কাননে,
অমনি তখনি সহাস্য বদনে,
তরুলতা যথা বিবিধ ভূষণে,
সাজায় কায় !
তুমি ও যেখানে কর পদার্পণ,
সুখ চন্দ্র তথা বিতরে কিরণ,
বিষাদ, হুতাশ, জনম মতন
চলিয়া যায় !

১৪

তব আবির্ভাবে, ভুবনমোহিনি,
মরুভূমে বহে গভীর বাহিনী,
ফোটে পারিজাত আসিয়া আপনি,
ধরণী তলে !
আঁধার আকাশে হিমাংশু কিরণ,
হাসি হাসি করে কর বিতরণ,
ভাসে যেন, মরি, অখিল ভুবন,
সুখ সলিলে !

১৫

কে বলে কেবল নন্দন কাননে
ফোটে পারিজাত ? ফোটে না এখানে;—

দেখ চেয়ে এই সংসার কাননে
ফুটেছে কত!
গৃহস্থের ঘরে, রাজার ভবনে,
রোগীর শিয়রে, বিজন কাননে,
কত শত ফুল প্রফুল্ল বদনে,
ফোটে নিয়ত!

১৬

যখন জননী হাসিয়া হাসিয়া,
স্নেহ নীরে, মরি, ভাসিয়া ভাসিয়া,
নবীন শিশুকে কোলেতে করিয়া,
বসেন ঘরে!
যখন পলকবিহীন নয়নে,
দেখেন জননী সে বিধু বদনে,
যখন রাখেন হৃদয় আসনে,
যতন করে!

১৭

তখন মায়ের মোহিত অন্তরে,
অয়ি মধুময়ি! হেরি গো তোমারে,
তুমি গো তাঁহারে আনন্দ সাগরে,
মগন কর!

আশার আলোক জ্বালিয়া অন্তরে,
কত সুস্বপন দেখাও তাঁহারে,
অন্তর হইতে, বিদায়ি চিন্তারে
স্নেহেতে ভর!

১৮

শিশুর হৃদয়ে, হে সুরসুন্দরি!
চির দিন তুমি আনন্দ লহরী,
এ ভব ভবনে সকলে তোমারি,
মহিমা গায়!
সতী রমণীর বিমল আননে,
প্রিয় ভগিনীর মধুর বচনে,
তোমারি প্রতিভা, হে চারুলোচনে,
প্রকাশ পায়!

১৯

জয় জয় দেবি বিষদ বসনে,
এক বার আসি হৃদয় আসনে,
বসো গো, বিমলে, কমললোচনে,
রূপের রাশি!
সেই সুবিমল কিরণে তোমার,
উজল, বিমলে, হৃদয় আগার,
আশার আলোক তুমি গো আমার,
সুখের হাসি!

২০

জয় জয় দেবী জগত মোহিনী,

পাপ নিশাচর বিনাশ কারিণী,

শোক, তাপ, মোহ তমস নাশিনী,

জয় বরদে !

জয় সুলোচনে ! জয় সুবচনি !

মানব হৃদয় বিষাদ হারিণী,

জয় দেবী সুখ আনন্দ দায়িনী

জয় সুখদে !

মিলন।

১

যে অবধি, হায়, ত্যজিয়া জীবন,
ত্রিদিবে জানকী করিলা গমন,
সে অবধি সদা থাকিতা মগন, শোক সাগরে!
নিবাইতে, মরি, হৃদয়-আগুণে,
ক্ষণেক তুষিতে ব্যথিত পরাণে,
আইলা একদা বিষণ্ণ বদনে, স্বর্গের দ্বারে!

২

দেখিলা সুন্দরী শত সূর্য্য যেন,
উজলে পুলকে সুখদ ভবন,
নীল চন্দ্রাতপ—গগন, কিরণ ধরেছে গায়!
বিশাল প্রাসাদ মহোচ্চ শিখরে,
হেম কর জাল কত রঙ্গ করে,
কত মুক্তা, মণি, হীরা থরে থরে শোভিছে তায়!

৩

কত বিহঙ্গম শাখার উপরে,
(ভাসাইয়া মন প্রেমের সাগরে)
বীণা বাদ্য সম মধুর ঝঙ্কারে, মোহিছে মন!
কত ফুল বধূ প্রফুল্ল বদনে,
নাজিতেছে, মরি, সুবর্ণ কিরণে,
কত হেম লতা বেঁধেছে যতনে, নিকুঞ্জবন!

৪

ফিরাইয়া আঁখি দেখিলা মোহিনী,
কুল কুল কুল স্বরে, মন্দাকিনী,
(কিরণ-কুন্তলা-তরঙ্গ মালিনী) বহিয়া যায় !
নাচিছে খেলিছে ভুলিছে হৃদয়ে,
সতী প্রেমে যেন মোহিত হইয়ে
ছোট বড় কত তরঙ্গ নিচয়ে,—ধবল কায় !

৫

স্বর্গের অতুল বিভব হেরিয়া,
মনে মনে সতী মোহিত হইয়া,
বসিলা নীরবে বসন পাতিয়া, তটিনী তীরে !
আনন্দে অমনি নাচিতে নাচিতে,
রতন, মুকুতা, প্রবাল সহিতে,
সতী পদ নদী লাগিল পূজিতে, বিমল নীরে !

৬

ওকি !!
দেখ দেখ, সতি, দেখ গো চাহিয়া,
স্বর্গের কিরণে মলিন করিয়া,
কিসের আলোক উঠিছে ছাইয়া, গগন দেশে !
ওই দেখ ক্রমে ছাইল আকাশ,
শত সূর্য্য যেন হয়েছে প্রকাশ,
এ আলোক, দেবি, কিসের আভাস, দেখ না এসে !

৭

ওই শুন, দেবি, আকাশ উপরি,
মরি কি মধুর সঙ্গীত লহরী,
বিশ্ব মন যেন বিগলিত করি, সুখে খেলিছে!
তাহার সহিত মিশিয়া মিশিয়া,
রুণু রুণু ঝুণু শিঞ্জিনী উঠিয়া,
ত্রিদিবে যেন রে মোহিত করিয়া সুখে নাচিছে।

৮

সহসা আসিয়া দাঁড়াল ঘেরিয়া,
(তারা দল যেন বিধুরে বেড়িয়া)
সুরবালা দল হাসিয়া হাসিয়া সতীর দেহ।
কার করে শোভে মন্দারের মালা,
কার করে শোভে সুগন্ধির থালা,
নানা উপচারে সাজাইয়া ডালা, আনিলা কেহ।

৯

কহিলা উর্ব্বশী,—অতুলা সুন্দরী,
'দূরে বনে যথা গায় পিকেশ্বরী,
গাও লো উল্লাসে আজি সহচরী, মিলন গীত!'
অমনি পুলকে নাচিয়া নাচিয়া,
কেহ বীণা কেহ বাঁশরী লইয়া,
গাইলা সকলে, মোহিত করিয়া সতীর চিত!

১০

"চল গো আলয়ে সুচারু লোচনে,
কেন বসে আছ বিষণ্ণ বদনে ?
চল গো সুন্দরি আনন্দ সদনে, চল গো চল !
পোহাইল তব দুঃখের যামিনী,
অচিরে হেরিবে রঘু কুল মণি,
তবে হেন ভাব কেন সুবদনি ? বল গো বল ?"

১১

বসিলা সকলে তৃণের আসনে,
হায়, হেন রূপ কে হেরে নয়নে !
শত বিধু যেন একই গগনে, প্রকাশ পায় !
করাইলা স্নান আনন্দে সতীরে,
বিমলসলিলা মন্দাকিনী নীরে,
বসন ভূষণে পরে ধীরে ধীরে, ভূষিলা হায় !

১২

"শুন চিত্রলেখে" কহিলা উর্ব্বশী,
"এক দিন আমি লতা কুঞ্জে বসি,
ফুল্ল পারিজাতে গাঁথিনু রূপসি, মোহন মালা ;
সহসা আসিয়া পশ্চাত হইতে,
দু'টী পারিজাত আনি দুই হাতে,
দিলা পরাইয়া আমার কেশেতে, মালিনী বালা।

১৩

"এই দেখ সেই কুসুম রতন,
মরি! রূপে যেন উজলে ভুবন!
সতীর শিরসে এহেন ভূষণ, সুন্দর সাজে!"
এই বলি দেবী হাসিয়া হাসিয়া,
সাদরে সীতার বদন তুলিয়া,
শ্রবণ যুগলে দিলা দোলাইয়া কুসুম রাজে!

১৪

কেহ পারিজাতে ভূষিলা কুণ্ডলে,
কেহ ফুল হার পরাইলা গলে,
এই রূপে, মরি, ভূষিলা সকলে সতীর কায়!
হায়, সে জগত-মোহিনী-মূরতি,
আছে কি দাসের আঁকিতে শকতি?
কেমনে, যেরূপে হারে দেবজ্যোতি, হেরিব তায়?

১৫

আবার বাজিল বেহালা বাঁশরী,
উঠিল আকাশে সুস্বর লহরী,
আবার সকলে হাত ধরি ধরি, গান ধরিল;—
"চল গো আলয়ে সুচারুলোচনে,
কেন বসে আছ বিষণ্ণ বদনে,
চল গো সুন্দরি আনন্দ ভবনে, চল গো চল!"

১৬

''হে সুর সুন্দরি” জানকী কহিলা,
“কেন আজি মোরে হেন সাজাইলা ?
কোথা সবে মোরে যাইবে লইয়া, কহ আমারে ?
আর কি আমার ভুঃখের যামিনী
পোহাবে জীবনে, হে সুর কামিনি ?
আর কি কখন হেরিবে ভুঃখিনী, প্রাণসখারে ?”

১৭

কহিতে কহিতে যুগল নয়নে,
দর দর ধারা বহিল সঘনে,
নীরবিলা সতী বিষণ্ন বদনে মনের ভুখে !
সতীর সজল নয়ন হেরিয়া,
সুরবালা সবে নীরব হইয়া,
রাহিলা দাঁড়ায়ে সতীরে ঘেরিয়া, বিনত মুখে !

১৮

কহিলা মেনকা “শুন গো সুন্দরি,
কেন বরষিছ বৃথা অশ্রুবারি,
তব বিধু মুখ বিষণ্ন নেহারি, প্রাণ বিদরে !
চল সঙ্গে, দেবি, অবশ্য পাইবে
হৃদয়ে শে তব হৃদয় রাজীবে,
পতি প্রেমে, সতি, আবার ভাসিবে সুখ সাগরে।”

১৯

যথা ঘোর বনে লাগিলে অনল,
দশ দিক্ যেন করিয়া উজ্জ্বল,
ছোটে অনম্বরে স্ফুলিঙ্গ সকল,—কনক তারা;
উঠিলা আকাশে জানকী সহিত,
আবার গাইয়া মধুর সঙ্গীত,
সুরবালা দল বরষি নিয়ত, সুধার ধারা!

২০

অমনি হরষে হাসিল গগন,
নদ, নদী, গিরি, বন, উপবন,
পড়িল ছড়ায়ে কনক কিরণ, স্বভাব শিরে!
আইল বিহঙ্গ অনল ভাবিয়া,
চারি দিক্ হতে ধাইয়া ধাইয়া,
নমিল পবন বিনতি করিয়া, সীতা সতীরে!

২১

উত্তরিলা সবে কনক ভবনে,
হায় রে, যথায় হৃদয় আসনে,
সীতার প্রতিমা পূজেন যতনে, জানকীপতি।
দেবাঙ্গনা গণ বিদায় লইয়া,
নিজ নিজাবাসে গেলেন চলিয়া,
গৃহ দ্বারে দেবী দাঁড়ালা আসিয়া, নীরবে অতি

২২

হেরিলা অদূরে রতন আসনে,
আসীন রাঘব বিষণ্ণ বদনে,
হায় রে, অমনি সীতার নয়নে, বহিল ধারা !
"ক্ষম নাথ !" বলি সুচারুলোচনে,
পড়িলা আসিয়া পতির চরণে,
রহিলা হায় রে, যেন ধরাসনে একটী তারা !

২৩

কহিলা রাঘব-"উঠ সুবদনে,
ঘটিবার যাহা ঘটেছে জীবনে,
নাহি কাজ আর সে সব স্মরণে, ত্রিদিবে সতি !
ভূত পূর্ব্ব কথা ভোল প্রাণেশ্বরি,
আহা ! মোছ এবে নয়নের বারি,
মম পাশে পুনঃ বস গো সুন্দরি, প্রফুল্ল মতি !"

২৪

"চির দিন, হায়, হৃদয় আসনে,
রাখিব তোমারে পরম যতনে,
কভু কি তোমারে থাকিতে জীবনে ভুলিতে পারি ?
সুখ দুখে, দেবি, তুমি গো আমার,
উজল পুলকে হৃদয়-আগার,
তব অদর্শনে অখিল সংসার, আঁধার হেরি !"

২৫

"পাবে কি আশ্রয় রাজীব চরণে,
কহ নাথ, এই দুঃখিনী জীবনে?"
মুছি অশ্রু জল বিষণ্ণ বদনে, কহিলা সতী!
"কাজ কি জীবনে, কাজ কি সুখেতে,
তব মুখ যদি না পাই দেখিতে?
পতি বিনা বল আছে কি জগতে সতীর গতি?"

২৬

"আর কি দাসীরে ত্যজিবে কখন?"
নীরবিলা সতী! হইল স্মরণ
বনবাস, মরি, মনের যাতন বিরহানলে!
শুকাইল, আহা, প্রফুল্ল বদন,
শোক সিন্ধু নীরে হইলা মগন,
তিতিল ধরণী, তিতিল বসন, নয়ন জলে।

২৭

সাদরে সতীরে সুবর্ণ আসনে,
বসাইলা ধীর, মধুর বচনে
কহিলা তখন;—"কেন অকারণে ভাবিছ তুমি?
আজ হ'তে দেবি প্রেম সূত্র দিয়ে,
চির তরে তোমা রাখিনু গাঁথিয়ে,
যদি আসে কাল লইতে হরিয়ে, কহিব আমি;—

২৮

"ওরে কাল তোর দুরন্ত শাসন,
কিন্তু আজ তোর বিফল যতন,
না পারিবি তুই করিতে হরণ, এই রতনে।
প্রেম সূত্রে আজি গাঁথিয়াছি হার,
এ হার ছিঁড়িবে হেন সাধ্য কার?
পরিব গলায় নিয়ত আমার, অতি যতনে।"

২৯

পতিকর সতী ধরিলা হাসিয়া,
অমনি চৌদিকে উঠিল বাজিয়া
স্বর্গীয় বাজনা, মোহিত করিয়া দেবের মন।
নদ, নদী, গুহা, কানন, অমনি,
প্রতি ধ্বনি রূপে গাইল তখনি!
আজিরে হইল জনম দুঃখিনী সুখে মগন!

হ্রদের পার্শ্বে।

১

যুধিষ্ঠির— ওরে ভাই ভীম হওরে সুস্থির,
কেন উত্তেজিত হয়েছ বল ?
দেখ চারি দিকে দেখ দেখ বীর ;
বুঝি তুই কুল নিধন হল !

২

শুয়েছে সমরে, হায়, সারি সারি,
কত অশ্ব, গজ, আত্মীয় গণ;
বিদরে হৃদয় এ সব নেহারি,
চল যাই ফিরে বিজন বন !

৩

ভীম— কি কহিলে ? বনে যাইব ফিরিয়া
সেই দুরাচার ধরিতে প্রাণ ?
কেমনে রাজন্ সুবিজ্ঞ হইয়া,
দিবে বিসর্জ্জন বীরের মান ?

৪

যে আনিল টানি দ্রুপদী সতীরে
(রাজার রমণী !!) সভার মাঝে,
না করিয়া স্নান তাহার রুধিরে,
এ হেন কথা কি বীরের সাজে ?

৫

এই আমি গদা লইনু তুলিয়া
ভাঙ্গিব ইহাকে উরসে তার,
নতুবা যাইব এ দেশ ছাড়িয়া
দেখাব না মুখ জীবনে আর !

৬

দেখিতে দেখিতে যুগল নয়ন
জবা যুগ সম লোহিত হ'ল,
সজোরে, সতেজ বীরের দশন
অধরে কাটিয়া চাঁপিয়া প'ল ।

৭

আর গদা বীর নাহিক রাখিলা,
না কহিলা কথা কাহার সনে ;
উর্দ্ধ বাহু বীর অমনি চলিলা,
বধিতে বিপক্ষে সম্মুখ রণে ।

৮

ঘন ঘন বীর ছাড়িলা হুঙ্কার,
কাঁপিল ভূবন সভয় মনে,
পশিল বিহঙ্গ কুলায় তাহার,
পশিল পশুরা বিজন বনে ।

৯

দূর হইতে দুর্য্যোধন কে দেখিয়া।

ওরে দুর্য্যোধন খল দুরাচার,
দেখ আজি তোর কি হয় গতি;
দেখ কি দুর্দ্দশা হয় রে তাহার
যে জন পরশে সরলা সতী।

১০

যে উরু সতীরে দেখালি দুর্ম্মতি,
ইহারি আঘাতে ভাঙ্গিব তারে;
আয় দেখি তোর কেমন শকতি.
দেখি এ সমরে কে আজ হারে।

১১

দুর্য্যো— ভীরু তুই ওরে ভীম দুরাশয়,
কেমনে এখন আইলি রণে?
যত বল তোর জানি সমুদয়,
যুঝিবি তুই কি আমার সনে?

১২

ভীম—কি বলিলি? ভীম ভীরু, নরাধম?
তরে আর তোরে দিবনা ছাড়ি;
আয় আমি তোর এসেছি রে যম,
পদাঘাতে তোরে ফেলিব গাড়ি।

১৩

হুহুঙ্কারে বীর আইলা ধাইয়া,
বিজলির গতি হ্রদের পাশে ;
অমনি ভীষণ গদায় তুলিয়া
মারিলা ভীমের উরস দেশে।

১৪

ভীমা ঘাতে বীর পড়িলা ধরায়,—
শাল্‌মলি যথা পবন বলে ;
ত্যজিয়া হরষে সংসার মায়ায়,
পর লোকে বীর গেলেন চলে !

১৫

বেড়িয়া বীরেরে বিষাদ অন্তরে,
শত শত বীর দাঁড়ালা আসি ;
কত বিলাপিলা সকলি হায় রে,
নয়ন শোকাশ্রু জলেতে ভাসি !

১৬

শুইল আজিরে জনম মতন,
বীর কুল চূড়া কালের কোলে !
কৌরব দলের অমূল্য রতন,
ডুবিল আজি রে অগাধ জলে !

কেন হাস? কেন কাঁদ?

কেন হাস?

১

কেন হাসি? কেন, আমি অবশ্য হাসিব,
কেনা হাসে বল এই পৃথিবী মণ্ডলে?
যত দিন বাঁচি, আমি অবশ্য ভাসিব
অগাধ, অনন্ত সুখ সাগরের জলে।

২

কেন হাসি? কেন, যদি আমি না হাসিব
কে আর হাসিবে এই সংসার মাঝারে?
থাকিতে বিভব এত কেনই কাঁদিব?
কেন ডুবাইব মন বিষাদ সাগরে?

৩

কেন হাসি? কেন, দেখ আমার ভাণ্ডারে,
মণি, মুক্তা, হেম, হীরা কত শোভা পায়!
এমন বিভব বল কার এ সংসারে?
কে আছে আমার সম হায় রে ধরায়?

৪

কেন হাসি? কেন দেখ নাচিয়া নাচিয়া,
আমার অর্ণব পোত আসিছে সাগরে;
বিদেশ হইতে কত সামগ্রী আনিয়া,
এখনি সাজাব গৃহ অপরূপ করে।

৫

কেন হাসি? কেন, দেখ 'লটারী' খেলিয়া,
অতুল ঐশ্বর্য্য আমি পাইয়াছি হাতে;
আনন্দে আবাসে আমি রহিব বসিয়া,
কাটাইব এ জীবন পরম সুখেতে।

৬

কার হেন বিদ্যা বুদ্ধি এ বিশ্ব জগতে?
কে আছে আমার সম বল ভাগ্যবান?
আজ মোরে মহারাণী রাজা উপাধিতে,
ভূষিয়া, রাখিলা মূর্খ বাঙ্গালীর মান।

৭

এক দিন মহামান্য 'মেও' মহোদয়,
সাদরে তাঁহার পাশে বসাইলা মোরে;
কত মিষ্ট কথা দিয়া তুষিলা হৃদয়।—
তাই বলি মোর সম কে আছে সংসারে?

৮

কেন হাসি? কেন, আমি অবশ্য হাসিব,
আমার বাড়ীতে আজ মহা মহোৎসব;
সুখের সাগরে আজ অবশ্য ভাসিব,
কুটিল চিন্তার তরী ডুবাইব সব।

৯

প্রসন্ন আমার প্রতি কমলা আপনি,
জন্মিয়াছে পুত্র এক এ বৃদ্ধ বয়েসে ;
পূরিব আকাশ, করি মঙ্গলের ধ্বনি,
পাইবে দরিদ্র ধন আজ অনায়াসে।

কেন কাঁদ ?

১০

কেন কাঁদি ? কেন, আমি অবশ্য কাঁদিব,
কেনা কাঁদে বল এই পৃথিবী মণ্ডলে ?
যত দিন বাঁচি, আমি অবশ্য ভাসিব,
অগাধ অনন্ত দুঃখ সাগরের জলে।

১১

কেন কাঁদি ? কেন তুমি জিজ্ঞাস আমারে ?
স্মরিলে সে সব কথা বিদরে হৃদয় !
আমি যদি না কাঁদিব এ বিশ্ব সংসারে,
কাহার হৃদয়ে শোক লইবে আশ্রয় ?

১২

কে হরিল, হায়, মম এ বৃদ্ধ বয়েসে,
(আশার কনক লতা) একটী সন্তানে ?
উঃ !! রে দুরন্ত কাল কি করিলি শেষে !
অভাগারে এক বারে বধিলি পরাণে ?

১৩

কেন কাঁদি ? সুধিও না ও কথা আমারে,
জ্বলুক হৃদয়ানল যত সাধ্য তার !
যদি ডুবায়েছি, হায়, কালের সাগরে
প্রেয়সীরে, ডুবাইব এদেহ আমার !

১৪

হৃদয়-গগন, মরি, ডুবেছে আঁধারে,
সে প্রেম-সুধাংশু আজি রহিল কোথায় ?
সুখ দুঃখে সহচরী কে আর আছেরে ?
কে আর হইবে মম ধর্ম্মের সহায় ?

১৫

কেন কাঁদি ? হায়, তাহা জানেন ঈশ্বর,—
শুকায়েছে আজ মম স্নেহের সরসী !
জননী আমার আজি ত্যজি কলেবর,
গেলেন চলিয়া ! আমি নেত্র নীরে ভাসি !

১৬

শুনিব না কভু আর মায়ের বচন,—
তুচ্ছরে যাহার কাছে বীণার বাজনা !—
'কোথায় জননী তুমি করিলে গমন ?
সন্তানের চক্ষু জল দেখে কি দেখ না ?'

১৭

কেন কাঁদি? কি হইবে সে কথা শুনিলে?
অভাগার সুখ বুঝি নাহিক জীবনে;—
'ভগিনি! আমারে তুমি সত্য কি ত্যজিলে?
আর কি হবে না দেখা, হায়, তব সনে?'

১৮

এভব সংসারে হায়, জিজ্ঞাসি যাহারে,
কেহ বলে পুত্র শোকে দহে মম প্রাণ,
কেহ বলে আজি মোরে সুখের সাগরে
ভাসাইলা বিধি, দিয়ে একটী সন্তান।

১৯

না চাহি তেমন হাসি কখন হাসিতে,
না চাহি তেমন ভাবে করিতে ক্রন্দন;
যে হাঁসায় যে কাঁদায় তাহারে দেখিতে
পারি যদি কভু, তবে সকল জীবন।

২০

সুখ দুঃখ,—ভোজবাজী ভব রঙ্গ ভূমে,
জানি আমি তোমাদের দুরন্ত শকতি,
জাগ্রত মানবে কর অচেতন ঘুমে,
বধোনা বধোনা মোরে এমম মিনতি।

উন্মাদিনী

১

সুগভীর নিশীথিনী, ঘোর অন্ধকার,
নাহি শোভে কোন দ্রব্য নয়ন গোচরে,
কেবল খদ্যোত রূপ মুকুতার হার,
শ্যামাঙ্গী যামিনী গলে ঝল মল করে।

২

নীরব সমস্ত ধরা ; হেন বোধ হয়
মহামন্ত্রে অচেতন হয়েছে ধরণী,
কেবল সহসা জাগি বিহঙ্গম চয়,
বৃক্ষশাখে থাকি থাকি করে কল ধ্বনি,

৩

সুচারু হাসিনী তারা হাসিছে অম্বরে ;—
জগত মোহিনী রূপে মোহিয়া ভুবন,
দেবাঙ্গনা গণ যেন প্রফুল্ল অন্তরে,
ধরার গভীর ভাব করে নিরীক্ষণ।

৪

পাঠক !
ওই শুন বহিতেছে কুলকুল স্বরে,
আহ্লাদে তরঙ্গময়ী ক্ষুদ্র প্রবাহিণী,
এখনি পড়িবে গিয়া অনন্ত সাগরে,
পতি প্রেম আলিঙ্গনে হইবে সুখিনী।

৫

ওই দেখ শত তারা নদীর সলিলে,
চিত্রিয়া বদন কান্তি লাগিল দুলিতে,
আবার মিশায়ে গেল প্রবাহিণী জলে,
শত হীরা খণ্ড হয়ে লাগিল ভাসিতে।

৬

কিন্তু,
কে তুমি দাঁড়ায়ে বালে! এ ঘোর নিশায়,
একাকিনী এ বিজন প্রবাহিণী তীরে,
নাহি কি কিছুই, হায়, তুষিতে তোমায়,
বিধাতার এ বিষাল ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে?

৭

কেন হেন বেশ, বালে, দেখি গো তোমার?
কেন ঢাকিয়াছ দেহ মলিন অম্বরে?
শরৎ শশীর শোভা সুশীতল কর
মেঘাবৃত দেখিবারে কে চাহে তাহারে?

৮

কেন ও কমল আঁখি বরষিছে, হায়,
অগণ্য মুকুতা ফল অশ্রু বিন্দু ছলে?
কোন্ দুঃখে হইয়াছ পাগলিনী প্রায়?
কেন অঙ্গ আভরণ ফেলিয়াছ খুলে?

৯

নীরবে, ডুবায়ে মন বিষাদ সাগরে,
কার অন্বেষণ কর নদীর সলিলে ?
কি ভাব সহসা পুনঃ ভাবিয়া অন্তরে,
ভাসাইছ বিধু মুখ নয়নের জলে।

১০

সহসা কহিলা ধনী ;—"এস স্রোতস্বতি !
সখী বলে আলিঙ্গন করি লো তোমারে,
শুনিয়াছি তুমি, সতি, বড় দয়াবতী,
নিরাশ করনা তুমি কখন কাহারে।"

১১

"আশায় বাঁধিয়া বুক ছিলাম ভগিনি !
এভব ভবনে আমি যারে লক্ষ্য করি,
অভাগীর ভাগ্য দোষে ত্যজিলেন তিনি ;
কি সুখে সংসারে আর এ জীবন ধরি ?"

১২

"এস তবে তরঙ্গিণি ! তরঙ্গে তোমার
দুঃখিণীর দেহ আজি দেই বিসর্জ্জন,
নিবেছে আশার দীপ জীবনে যাহার
কি সাধে এ ধরা ধামে ধরে সে জীবন ?"

১৩

"আয় বাছা মনোহর আয় যাদু ধন!,'
এই বলি সন্তানেরে উঠাইলা কোলে,
নয়ন আসারে, হায়, তিতিল বসন,
সহস্র চুম্বন দিলা বদন কমলে!

১৩

কচি কচি মুখ খানি ধরি দুই হাতে,
এক দৃষ্টে তার পানে রহিলা চাহিয়া,
অধীর হইলা, আহা, ভাবিতে ভাবিতে,
কেমনে এমন ধনে যাবেন ফেলিয়া!

১৪

যত সে সুধাংশু মুখ হেরিলা নয়নে,
যতবার মুখ-শশী করিলা চুম্বন,
অভেদ্য অপত্য স্নেহ উপজিল মনে,—
কি সাধ্য সে বন্ধ তিনি করেন ছেদন।

১৫

"দূর হোক্! কেন আমি ত্যজিব জীবন?
কেন বাছা ধনে আমি ছাড়িব অকালে?
এত দুঃখ ভার যদি করিনু বহন,
দেখিব কি দুঃখ আর আছে এ কপালে!"

১৭

"কহিব কাতর স্বরে নাথের চরণে,
কাঁদি কাঁদি শত বার করিব মিনতি,
কহিব, কি দোষ মম দেখিয়া জীবনে,
রাগান্বিত হইলেন দুঃখিনীর প্রতি ?"

১৮

"পাষাণ অন্তর তিনি নহেন কখন,
হবে না কি দয়া দেখি দুঃখিনীর দুঃখ ?
সংসারের সব সুখে দিয়া বিসর্জ্জন,
কাটাইব সুখে কাল হেরি তাঁর মুখ।"

১৯

ফিরিলা আবার বালা আপন আলয়ে,
আশার আলোক জ্বালি নিরাশ অন্তরে ;
প্রবেশিলা নিজ গৃহে, ক্ষণেক ডুবায়ে
বিস্মৃতির জলে যত ভীষণ চিন্তারে।

২০

এক দিন, দুই দিন, সপ্তাহ সময়
(সাগর তরঙ্গ যথা) বিগত হইল ;
আবার আকাশে বিধু হইল উদয়,
আবার নূতন সাজে ধরণী সাজিল।

২১

কত দিন এই ভাবে করিলা কর্ত্তন
নাহি জানি ; কিন্তু পুনঃ দুঃখের সাগরে
(ক্ষুদ্রতরী জলধির তরঙ্গে যেমন)
দেখিলাম ভাসে বালা হতাশ অন্তরে।

২২

পাঠক !
ওই দেখ নদী তটে বট বৃক্ষ তলে,
বালক বালিকা আছে ঘেরিয়া কাহারে ?
কেহ মুষ্টে ধূলা লয়ে গায় দেয় ফেলে,
কেহ বস্ত্র ধরে তার টানিছে সজোরে।

২৩

হায়, ও যে পাগলিনী পতি প্রেম হারা,
বিসর্জ্জন দিয়াছে এ সংসারের সুখে !
ওরে রে প্রণয়, তোর এই কিরে ধারা,
হানিস্ বিষম শেল অবলার বুকে ?

২৪

ও যে রে দুঃখিনী অতি সরলা কামিনী,
কেন ভাসাইলি ওরে দুঃখের পাথারে ?
কেন কষ্ট দিস্ ওরে দিবস যামিনী ?
কি ফল লভিবি বল বধিলে উহারে ?

২৫

আহা মরি, অন্তরের বিষম আগুনে,
শুকায়েছে সুন্দরীর কমল আনন ;
সুচিকণ কেশ জাল যতন বিহনে,
জটা জূট রূপ হায়, করেছে ধারণ !

২৬

মলিন, সহস্র-গ্রন্থি বসন লইয়া,
ঢেকেছে হেলায়, আহা, সোণার বদন ;
মাঝে মাঝে পীতবর্ণ চিবুক বহিয়া,
ভূতলে নয়ন অশ্রু হইছে পতন !

২৭

আইল যামিনী, ভানু লইয়া বিদায়,
সম্বরি কিরণ জাল ডুবিল সাগরে ;
নানা দিক্ হতে পক্ষী ধাইল কুলায় ;
ডুবিল সমস্ত ধরা গভীর আঁধারে।

২৮

প্রভাতিল বিভাবরী ; আইল আবার,
পল্লি শিশু দলে দলে সেই বৃক্ষ তলে ;
কিন্তু পাগলিনী তথা নাহি ছিল আর,
কোথায় যামিনী যোগে গিয়াছে সে চলে।

২৯

কিছুদিন এই ভাবে হইল বিগত,
কেহ তার কোন তত্ত্ব না পারে বলিতে ;
এক দিন আচম্বিতে হইয়া বিস্মিত,
নদীতীরে দুঃখিনীরে পাইনু দেখিতে।

৩০

সোণার বরণ আরো হয়েছে মলিন,
অস্থি মাত্র সার এবে হয়েছে কেবল,
বোধ হয় যেন আর নাহি বহু দিন,
ছাড়িতে বালার আহা ! এ ভব মণ্ডল !

৩১

দু 'এক দিবস হল সে নদী পুলিনে,
পল্লিবাসী শব এক করিছে দাহন ;
সেই চিতা পাশে বসি বিষণ্ণ বদনে,
অবিরত বালা, আহা, করিছে রোদন !

৩২

পর দিন প্রাতেঃ তথা করিনু গমন,—
কিন্তু একি !! হায়, এ যে দুঃখিনী পড়িয়া,
পতি চিতা পাশে সতী ত্যজিয়া জীবন
পরলোলোকে সুখে আহা, গিয়াছে চলিয়া !!

৩৩

নহে বহু দিন গত যখন তাহারে
প্রাণাধিক প্রাণ পতি করিতা যতন,
তখন হাসিয়া তিনি পরম আদরে,
নিজ প্রতি মূর্ত্তি তারে করিলা অর্পণ।

৩৪

চিরদিন রত্ন জ্ঞানে রাখিলা তাহারে,
আপন অঞ্চলে বাঁধি পরম যতনে ;
দেখিলাম স্থাপি তারে হৃদয় উপরে,
শুয়েছে পতির পাশেপ্রফুল্ল বদনে।

৩৫

এখন ও সেই স্থানে কুল কুল, স্বরে,
বহিতেছে ক্ষুদ্র নদী পূর্ব্বের মতন ;
এখনও বলে লোক বট বৃক্ষ হেরে,
এই থানে পাগলিনী ছিল এক জন।

সীতার পত্র।*

১

গভীর আঁধারে যদি ডোবে ধরাতল,
আকাশের দীপ মালা যায় হে নিবিয়া

* রামচন্দ্র দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া সীতা দেবী যখন অরণ্যে বাস করেন, তখন তিনি রামচন্দ্রের নিকট এই পত্র লেখেন।

তথাপি মানব মন করিবে উজ্জ্বল,
আশার আলোক পুঞ্জ জ্বলিয়া জ্বলিয়া।

২

নাহি সাধ আর তুচ্ছ সংসারের সুখে,
দুঃখিনী সীতার বল কি কাজ তাহাতে?
ত্যজেছি সকলি, হায়, অন্তরের দুঃখে,
কেবল আশার আলো পাড়িলা নিবাতে।

৩

জ্বলুক জ্বলুক নাথ, নিবাও তারে,
এ আঁধারে, হায়, ওযে সীতার জীবন;
নিবাইলে তারে, হায়, হারাবে সীতারে,
হারাবে হারাবে নাথ জনম মতন!

৪

থাক তুমি সুখে সদা আপন আলয়ে,
রাজেন্দ্র উচিত কার্য্য করহে রাজন;
দুঃখিনী আশার লতা জড়ায়ে হৃদয়ে,
এ ঘোর অরণ্যে, সুখে ধরিবে জীবন!

৫

ত্যজেছ যাহারে তুমি কুলটা বলিয়া,
তাহার মনের দুঃখ শুনিবে কি আর?
পড়ো নাথ, পত্র খানা পড়ো হে খুলিয়া,
দাসীর মিনতি, নাথ, পড়ো একবার!

তাই বা কেমনে বলি, তুমি রাজেশ্বর,
এ দাসী তোমার আজ অরণ্য বাসিনী ;
যদি ইচ্ছা হয় তবে পড়ো নরবর
যা কিছু মনের দুঃখ লিখিল লেখনী !

৭

বসিয়া রয়েছি আমি কুটীরের দ্বারে,
বিরহিণী কপোতিনী কুলায় যেমন ;
শোভিতেছে নভোস্তল মুকুতার হারে,
আকাশে হিমাংশু, মরি, হাসিছে কেমন !

কিন্তু !
জনম দুঃখিনী এই সীতার নয়নে,
সকলি আঁধার নাথ সকলি আঁধার ;
যখন ভীষণ বহ্নি জ্বলে মনে মনে,
চারি দিক্ দেখি, হায়, ঘোর অন্ধকার।

৯

কি বলিব কত ভাব উপজে অন্তরে !
কভু হাসি, কভু কাঁদি, পাগলিনী প্রায়,
কভু চক্ষে বহে বারি অবিরল ধারে,
কভু পড়ে থাকি, হায়, ধরণী শয্যায় !

১০

যখন শিবের ধনু ভাঙ্গিয়া রাজন্,
করিলে বিবাহ, হায়, হত ভাগিণীরে,
সে কালের কথা যত হয় কি স্মরণ ?
সে সব স্মরিয়া মনে পড়ে কি দাসীরে ?

১১

ভুলিলে ভুলিতে তুমি পার অবহেলে,
পারে নাই অভাগিণী সে সব ভুলিতে ;
হৃদয়ের সঙ্গে গেঁথে রেখেছি সকলে,
ভুলিব না ভুলিব না এ প্রাণ থাকিতে !

১২

যখন পিতার সত্য করিতে পালন,
বন বাসে চলিলে হে প্রফুল্ল অন্তরে ;
এ দাসী ও তব সঙ্গে করিল গমন,
লজ্জা, ভয়, সুখ আশা বিসর্জ্জন করে !

১৩

হতো না অন্তরে কোন ভয়ের সঞ্চার,
নাহি ভাবিতাম নিজ সুখের কারণ ;
তোমার প্রফুল্ল মুখ হেরিয়ে আমার
পথ পরিশ্রম যত হ'ত নিবারণ !

১৪

যখন সমস্ত দিন করিয়া ভ্রমণ,
তব সঙ্গে বসিতাম তৃণের আসনে,
কত যে আনন্দ দাসী পাইত তখন
ভুলিবে কি অভাগিনী কভু এ জীবনে ?

১৫

এক দিন, হায়, নাথ হয় কি স্মরণ ?
তোমার সহিত আমি ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
গোদাবরী তীরে আসি পাতিয়া বসন
বসিলাম, স্বভাবের সৌন্দর্য্য হেরিতে !

১৬

ধরণীর সিংহাসনে বসেছে যামিনী,
নীরব, অচল, মরি, জীবজন্তু যত,
ভ্রমিতেছে ঘরে ঘরে নিদ্রা মায়াবিণী,
মৃদুগতি নিশাচর তস্করের মত !

১৭

শারদ পূর্ণিমা ! আহা, লেগেছে গগনে
সুচারু তারার হাট চাঁদের চৌদিকে,
ভাসিছে স্বভাব, মরি রজত কিরণে,
বিস্তারি অতুল শোভা নয়ন সম্মুখে !

১৮

হাসিয়া কহিলা তুমি,—"দেখ প্রাণেশ্বরি,
দেখ দেখ স্বভাবের মোহিণী মূরতি,
উঠিছে চৌদিকে যেন আনন্দ লহরী,
আনন্দে বহিছে বায়ু মৃদু মন্দ গতি!"

১৯

"মরি মরি! দেখ প্রিয়ে দেখ গো চাহিয়ে
আকাশের প্রতি বিম্ব গোদাবরী নীরে,
পূর্ণিতে ধরার শোভা, আকাশ আসিয়ে
পশেছে, হায় রে, যেন নদীর ভিতরে।"

২০

"খেলিছে বিজলিরেখা—তারার কিরণ,
তরঙ্গ হৃদয়ে, মরি, কত রঙ্গ করে;
নিমেষে সহস্র রূপ করিয়া ধারণ,
গাঁথিছে রজত জাল নদীর উপরে!"

২১

"হিমাংশু কিরণে, দেখ লজ্জিত করিয়া,
কার ও মুখের ছবি পড়েছে সলিলে?"
পড়ে যদি মনে, নাথ, দেখ হে ভাবিয়া,
এ দাসীর হাত ধরে আর কি বলিলে!

২১

কাজ কি সে সব কথা করিয়া স্মরণ?
অরণ্য বাসিনী আজি, হায়, অভাগিনী;
কাজ কি দেখিয়া তার সুখের স্বপন,
যে জন কাঁদিছে বসি দিবস যামিনী?

২২

ক্ষম নাথ, যদি দাসী আজি অকারণে
ব্যথিত করিয়া থাকে তোমার অন্তর;
কি করিব, কোন মতে পারি না গোপনে
রাখিতে মনের ভাব! কাঁদি নিরন্তর!

২৩

যদিও দাসীরে তুমি ত্যজেছ রাজন্,
এ দাসী তোমারে কভু পারে কি ভুলিতে?
এ বনে তুমিই, নাথ, সীতার জীবন!
ভুলিয়া তোমারে দাসী পারে কি বাঁচিতে?

২৪

দেখ আসি এই ভগ্ন হৃদয়—আসনে,
তোমারি মূরতি দাসী পূজে নিরন্তর;
কুটীরে, বাহিরে, হায়, শয়নে, স্বপনে,
জাগিছে তোমারি চিন্তা অন্তর ভিতর!

২৫

হৃদয় বিদীর্ণ করে যদি হে তোমারে
পারিতাম দেখাইতে, দেখিতে তখন,
কয়টি কলঙ্ক রেখা দাসীর অন্তরে,
কাহার ভাবনা দাসী ভাবে অণুক্ষণ !

২৬

কুলটা জানকী ?—নাথ ত্যজিব জীবন,
ডুবাইব পোড়া দেহ জাহ্নবীর জলে,
দেখো না সীতার মুখ দেখোনা কখন,
দুঃখিনী সীতার নাম লইও না ভুলে !

২৭

মনের বেদনা, নাথ, পারি না বলিতে,
যত বলি তত বাড়ে কভু না ফুরায়,
নাহি ইচ্ছা হয় আর তিলার্দ্ধ বাঁচিতে,
হেন ভাবে ধরা ধামে কে বাঁচিতে চায় ?

২৮

আসি তবে, অভাগীরে দেও হে বিদায়,—
হয় ত বিদায়, নাথ, জনমের তরে,
আশীর্ব্বাদ কর, আজি প্রণমে তোমায়,
জনক নন্দিনী সীতা ভাসি নেত্র নীরে

২৯

যখন আসন্ন কাল আসিবে আমার,
অচল, ধরণী তলে রহিব পড়িয়া,
তখন দাসীরে এসে দেখো একবার,
দেখো নাথ, দেখো নাথ, দুঃখিনী বলিয়া।

রাগিণী *—তাল তিওট।

শেষের সে দিন মন, কররে স্মরণ,
ভব ধাম, যবে ছাড়িবে ;
সুখ স্বপন যত, দেখিতে অবিরত,
চিরদিনের মত, ফুরাবে !
কাল শয্যায় শুয়ে, নিজ পাপ স্মরিয়ে,
যবে দু'ধারে নয়ন ধারা বহিবে ;
(তোর) ভাই ভগিনী যত, কাঁদিবে অবিরত,
শিশু সন্তান ধূলায় লুটাবে !
স্নেহময়ী জননী, হারায়ে নয়ন মণি,
যবে গাইয়ে তব গুণ কাঁদিবে ;
প্রাণ সম প্রেয়সী, অধোবদনে বসি
(কেঁদে) ধরাতল নয়ন জলে ভাসাবে !
অতএব লও, ব্রহ্মপদে আশ্রয়,
যদি বিপদে নিরাপদ হইবে ;
যিনি হে মৃত্যুঞ্জয়, তাঁহার কৃপায়,
মরণে নব জীবন পাইবে !

প্রাচীন ভারত যন্ত্রে বিক্রেয় পুস্তক

(পুস্তক বিশেষে কমিসন বাদ আছে।)

নারী শিক্ষা ১ম ভা ... ...

ধর্ম্মসাধন প্রথম ৩ ১৬ সংখ্যা

ঐ ১৭ " ৩৬ ... ...

ঐ প্রতি সংখ্যা ...

বামাবোধিনী পত্রিকা ঐ ...

ঋজুবোধ ... ...

ব্রাহ্ম সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা

(বাবু বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী প্রণীত)

ব্রাহ্মদিগের আহ্বান ... ...

পদ্যসার ... ...

ব্রাহ্ম বচন সংগ্রহ (ইংরাজী ও বাঙ্গালা)

ধ্রুব তপস্যা নাটক ... ...

চিরসন্ন্যাসিনী নাটক ... ...

সদ্ভাব কুসুম ... ...

কাঞ্চনমালা ... ...

ধর্ম্ম ও নীতি ... ...

আধ্যাত্মিক দশ আদেশ ... ...

জয়নগর গিরি ভ্রমণ